স্যানিটাইজার মেশিন দান

মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বসল স্বয়ংক্রিয় স্যানিটাইজার মেশিন। দান করেছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাল সার্কেল কমিটি।

আটক স্বামী

স্ত্রী–মেয়েকে খুন করে দেহ মহানন্দায়

চাঁচল ও ইটাহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মহানন্দায় পাওয়া গেল মা ও মেয়ের নিথর দেহ। তেইশ বছরের গৃহবধূ প্রিয়া পারভিন ও তাঁর তিন বছরের মেয়ে সেমিকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা জানাজানি হতেই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত স্বামী সামিউল্লাহকে বেধড়ক পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

রবিবার মহানন্দায় তিন বছরের শিশুকন্যার দেহ পাওয়া যায়। সোমবার সকালে সেখান থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে মায়ের দেহ উদ্ধার হয়। মা ও মেয়ের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচলের রাটোট এলাকায়। দুটি দেহই উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির তরফে ইটাহার থানায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামী সামিউল্লাহ সরকারকে আটক করেছে।

ইটাহারের বিধিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা প্রিয়ার সঙ্গে বছর চারেক আগে বিয়ে হয়েছিল ইটাহারেরই গরাহার গ্রামের সামিউল্লাহ সরকারের। প্রিয়ার বিয়েতে সাধ্যমতো যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য প্রিয়ার ওপর চাপ দেওয়া হতে থাকে বলে অভিযোগ। সেইমতো কয়েক লক্ষ টাকা নাকি দেওয়াও হয়েছিল।

রবিবার সামিউল্লাহ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জানায়, যে তার স্ত্রী ও তিন বছরের মেয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এতেই সন্দেহ হয় প্রিয়ার আত্মীয়পরিজনদের। তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রবিবার চাঁচল–১ ব্লকের মহানন্দপুর পঞ্চায়েতের রাটোট এলাকায় মহানন্দা নদীতে তিন বছরের এক শিশুকন্যার মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চাঁচল থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ শিশুটির দেহ উদ্ধার করে। সোমবার সকালে আট কিমি দূরত্বের ব্যবধানে আশাপুর ডুমরাল ঘাট এলাকায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে চাঁচল থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মৃতদেহ দুটি মা ও তাঁর শিশুকন্যার। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুন করে ইটাহারেই তাঁদের দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই দুটি দেহ চাঁচলে ভেসে আসে।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গতকালের শিশুটি ও এদিনের মহিলাটি সম্পর্কে মা ও মেয়ে। পুলিশ জানায়, মৃত মহিলার নাম প্রিয়া পারভিন (২৩) ও মৃত শিশুকন্যাটির নাম সেমি পারভিন (৩)। তাঁদের দুজনেরই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি চাউর হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বন্ধুর চিকিৎসায় চাঁদা তুলছে সহপাঠীরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : কিডনির সমস্যায় জর্জরিত অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া। ডায়ালিসিস চলছে তার। চিকিৎসকদের মতে, দুটি কিডনিরই অবস্থা খুব খারাপ। উন্নত চিকিৎসার জন্য দরকার বিপুল পরিমাণের অর্থ। কিন্তু সেই টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য নেই পরিবারের।

ওই পড়ুয়ার পারিবারিক অবস্থায় কথা জানে সহপাঠীরা। তাই ওর সহপাঠীরা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছে।

রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মহাবীর পাঠক। কিছুদিন হল গুরুতর কিডনির সমস্যায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য মহাবীরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই পরিস্থিতিতে বাবাহারা মহাবীরের জটিল চিকিৎসা কীভাবে করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না মা সরস্বতী পাঠক। ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে কিডনি প্রতিস্থাপনই যে একমাত্র উপায় তা জেনেও চুপ থাকছেন তিনি। কারণ সে ব্যয়ভার বহন করার মতো সামর্থ্য নেই পরিবারের। যদিও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। সোমবার তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের তরফে মহাবীরের চিকিৎসার জন্য স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তীর হাতে ২০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। এগিয়ে এসেছে আরও অনেক সংগঠন।

গত রবিবার ছিল মহাবীরের জন্মদিন। জন্মদিনে বন্ধুকে সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসার জন্য পাড়ার বন্ধুরা সকাল থেকে বিকেল চাঁদা তোলে। সংগৃহীত চাঁদা পরিবারের হাতে তুলে দেয়। শিবম সাহা নামে এক বন্ধু জানায়, ‘মহাবীর আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা জানতে পারি ওর দুটি কিডনি বিকল। তাই জন্মদিনে ওকে কোনও উপহার না দিয়ে ওর চিকিৎসার জন্য আমরা আর্থিক সাহায্য তুলে দিলাম।’

আজ নজর বোনাস বৈঠকে

নাগরাকাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ডুয়ার্স–তরাইয়ের চা বাগানের বোনাস বৈঠক।

বুধবার বৈঠক হবে পাহাড়ের বাগানের বোনাস নিয়ে। অনলাইনে আয়োজিত ওই দুটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ফলাফলের দিকে এখন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন স্থায়ী–অস্থায়ী মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের ৬ লক্ষ চা শ্রমিক। বোনাসের টাকা শ্রমিকদের হাত ঘুরে কবে বাজারে ঢোকে, পুজোর আগে সেই অপেক্ষায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। শ্রমিক সংগঠনগুলির মিলিত দাবি, বোনাসের হার গতবারের মতোই ২০ শতাংশ হতে হবে। মালিকদের বক্তব্য, সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করে বোনাস রফা হবে।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারও বোনাস বৈঠকের ডাক দিয়েছে চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)। তাতে মালিকদের সংগঠনগুলির পাশাপাশি ৩৭টি স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের তরফে দাবি তোলা হয়েছে, মঙ্গলবারের বৈঠকেই ২০ শতাংশের বোনাস নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে। ফোরামের অন্যতম নেতা জিয়াউল আলম বলেন, ‘এতে পুজোর অন্তত ৪ সপ্তাহ আগে বোনাসের টাকা শ্রমিকরা পেয়ে যাবেন। অন্যবারের মতো পুজোর মুখে বোনাস দেওয়া হলে হাট–বাজারে একসঙ্গে বেশি মানুষের জমায়েত আটকানো যাবে না।’ সিসিপিএ’র উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, ‘মনে রাখতে হবে, চা শিল্পও করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই বোনাস চুক্তি হবে বলে আশা।’

১৫ সেপ্টেম্বর ডাকা পাহাড়ের বাগানগুলির বোনাস বৈঠকের ফলাফল মঙ্গলবারের ডুয়ার্স–তরাইয়ের বাগানের বোনাস বৈঠকের নির্যাসের ওপর নির্ভর করছে। জিয়াউল আলম বলেন, ‘সব বাগানের শ্রমিকদের প্রকৃত আয়ের ওপর ভিত্তি করে বোনাসের অঙ্ক গণনার সিলিং বা উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির কথা মালিকদের বলা হয়েছে। গতবার চা বাগানগুলি রেকর্ড দাম পেয়েছিল। এবারের পরিস্থিতিও ভালো।’ তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত তরাই–ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি নকুল সোনার বলেন, ‘২০ শতাংশের কম হারের বোনাস মেনে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।’

চা মহল জানিয়েছে, ২০২০ সালে ২০ শতাংশের বোনাসের সিদ্ধান্ত থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৩৯টি রুগ্ন বাগানকে। ২০১৯ সালে ১৮.৫০ শতাংশে বোনাসের রফা সূত্র হয়। সেবার ছাড় পেয়েছিল ২৯টি বাগান। ২০১৮ ও ২০১৭ সালে বোনাস রফা হয়েছিল যথাক্রমে ১৯.৫০ ও ১৯.৭৫ শতাংশ হারে। তার আগে টানা কয়েক বছর ২০ শতাংশেই বোনাস রফা হয়। চুক্তি মোতাবেক বোনাসের হার থেকে কিছু বাগানকে ছাড় দেওয়ার বিষয়টিকে নিয়ে আপত্তি তুলেছে বাগান কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ স্টাফ, সাব–স্টাফ জয়েন্ট কমিটি। সংগঠনের আহ্বায়ক আশিস বসু বলেন, ‘ছাড় দেওয়ার বিষয়টির সঙ্গে অস্বচ্ছতা লুকিয়ে থাকে বলেই আমরা মনে করি।’

দ্বিপাক্ষিক কথা

- বোনাস বৈঠকের ডাক দিয়েছে সিসিপিএ
- মালিকপক্ষ ও ৩৭টি শ্রমিক সংগঠন বৈঠকে অংশ নেবে
- বৈঠকের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উত্তরের ৬ লক্ষ চা শ্রমিক
- ২০ শতাংশের বোনাস নিষ্পত্তি করার দাবি জয়েন্ট ফোরামের
- বোনাসের অঙ্কের ওপর উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির কথা মালিকদের বলা হয়েছে

আবার কবে খেলব? সূর্যসেন পার্কের বন্ধ দরজার সামনে থমকে শিশু। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

পরীক্ষার খাতা সংগ্রহ নিয়ে বিতর্কে কলেজ

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : কলেজের পড়ুয়া হয়েও অন্য পড়ুয়াদের পরীক্ষার খাতা সংগ্রহের অভিযোগ উঠল ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর কলেজের দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে। অনেক সময় তাঁরা পরীক্ষার খাতা অফিসের আলমারিতে রেখে দিয়েছেন, আবার অধ্যাপকরা না থাকলে নিজেদের কাছেই খাতা দিনের পর দিন রেখে দিয়েছেন। দুই ছাত্রের খাতা সংগ্রহের কথা স্বীকার করে নিয়েছে ঘোষপুকুর কলেজ কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, ওই দুই পড়ুয়া গত বছর থেকে কলেজের ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসেবে কাজ করেন। যদিও কলেজের অধ্যক্ষা জানিয়েছেন, দুই পড়ুয়া কলেজের কাজে সাহায্য করলেও, তারা ক্যাজুয়াল স্টাফ নয়। তাদের কোনও সাম্মানিকও দেওয়া হয়নি। অধ্যক্ষা ডঃ উমা মাজি বলেন, ‘পরীক্ষা হয়ে ফল প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এখন এই ধরনের অভিযোগ তোলার মানে হয় না। কলেজের সুনাম নষ্ট করার জন্য এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।’ অধ্যক্ষার দাবি, ‘শিক্ষকরাই এতদিন খাতা সংগ্রহ করেছেন। তবে দূর থেকে কোনও পড়ুয়া সন্ধ্যায় খাতা জমা দিতে এলে তখন ওই দুই ছাত্র খাতা নিয়ে রাখত। পরের দিন সেগুলি কলেজে জমা দিয়ে দিত।’

কলেজ সূত্রে খবর, ওই দুই ছাত্র চলতি বছরেই স্নাতকস্তরের পরীক্ষায় পাশ করেছেন। কিন্তু অভিযোগ, তার আগে থেকেই তাঁরা এই খাতা সংগ্রহের কাজ করে আসছেন। করোনা পরিস্থিতিতে কলেজেও অনলাইনে পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষা দেওয়ার পর খাতা কলেজে এসে জমা দিতে হয়েছে পড়ুয়াদের। সেই সময়ই খাতা সংগ্রহ করেছেন ওই দুই ছাত্র। এমনকি সহপাঠীদের খাতাও সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। পড়ুয়াদেরই একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, ওই দুই পড়ুয়া যদি হিংসার বশে কোনও সহপাঠীর খাতা লোপাট করে দিত, তাহলে কী হত? কলেজের পড়ুয়া হয়ে অন্যের পরীক্ষার খাতা নিজেদের কাছে কী করে রেখে দিত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কলেজ সূত্রে খবর, ওই দুই ছাত্র সংসদের সক্রিয় সদস্য। তাই কলেজের অনেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস করেন না। তবে কর্তৃপক্ষের দাবি, কলেজে মাত্র পাঁচজন স্থায়ী ও চারজন অস্থায়ী অশিক্ষক কর্মী রয়েছেন। কর্মীর সংখ্যা কম থাকার কারণেই দুই পড়ুয়া স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। অধ্যক্ষা বলেন, ‘ওরা দুজন কলেজ ইউনিয়নে খুবই সক্রিয়। কলেজে অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় ওই দুজন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছে। এর জন্য কোনও সাম্মানিক দেওয়া হয়নি।’

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি মিঠুন বৈশ্য বলেন, ‘ওই দুজন কলেজে ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসেবে কাজ করে বলে জানতে পেরেছি।’ কলেজের তৃণমূলের ইউনিট সভাপতি ধীরাজ সিংহ বলেন, ‘দুজনই কলেজে ক্যাজুয়াল স্টাফের মতো কাজ করে। অস্থায়ী কর্মীদের কাজ বেড়ে গেলে তারা সেখানে কাজ করত।’

সিবিআই হেপাজত

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা থানার পেটলা এলাকার জমাদরবস গ্রামে বিজেপি কর্মী হারাধন রায়কে খুনের অভিযোগে রবিবার সাতজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ধৃতরা হলেন জাকির হোসেন, মোবারক হোসেন, দিলদার হোসেন, নবি হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, জামানত আলি ও তৌফিক মিয়াঁ। সোমবার ধৃতদের দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সিবিআই ধৃতদের ৪ দিন নিজেদের হেপাজতে রাখার জন্য আবেদন জানালে আদালত দু’দিন মঞ্জুর করেছে। নির্বাচনি ফলাফল পরবর্তী সন্ত্রাসে গত ৬ মে খুন হন পেটলা এলাকার বিজেপি কর্মী হারাধন রায়। এরপর থেকেই অভিযুক্তদের ধরার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। অবশেষে সিবিআই কোচবিহারে এসে ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। রবিবার জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী সুজয় সাহা জানান, আদালত দু’দিনের সিবিআই রিমান্ড দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গে প্রথম মুরগির ডিমের ফার্ম ভোটবাড়িতে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ডিম আসে কোচবিহারে। এবার উত্তরবঙ্গে প্রথম মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি এলাকায় তৈরি হচ্ছে লেয়ার পোলট্রি ফার্ম অথবা মুরগির ডিম উৎপাদনের ফার্ম। দক্ষিণবঙ্গের হরিণঘাটায় এবং আরামবাগের পর এই ধরনের ফার্ম হচ্ছে কোচবিহারে। ইতিমধ্যেই তার জন্য ১৪ একরের বেশি জমি চিহ্নিত হয়েছে। সোমবার সেই জমি পরিদর্শন করলেন কৃষি, ভূমি সংস্কার এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার বেশি বাজেট রয়েছে এই প্রকল্পে। তবে সবমিলিয়ে মোট কত টাকা লাগবে, তা নিয়ে এখনই আধিকারিকরা কিছু বলতে পারছেন না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রতিদিন এখানে তিন লক্ষ ডিম উৎপাদন হবে।

সোমবার কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান জানিয়েছেন, জেলায় একটি মুরগির ডিমের ফার্ম হচ্ছে। তার জন্য মেখলিগঞ্জে জমি চিহ্নিত থেকে অন্য কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। চলতি বছরই প্রকল্পের কাজ শুরুর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

কোচবিহার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষি দপ্তরের ফার্ম রয়েছে। সেখানেই ১৪ একর জমি নিয়ে পোলট্রির ডিম তৈরির ফার্মটি করা হবে। এর জন্য কৃষি দপ্তরের জমি প্রাণীসম্পদ দপ্তরকে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সোমবার সেই জমি পরিদর্শন করেন কৃষি দপ্তর, প্রাণীসম্পদ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ দপ্তরের রাজ্য আধিকারিক ডঃ গৌরীশংকর কোনার। চলতি বছরই এখানে উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা রেখে কাজ শুরু হয়েছে। জমি পাওয়ার পর প্রাণীসম্পদ দপ্তরের তরফে ডিপিআর তৈরি হবে। সমগ্র বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরে একটি বৈঠক রয়েছে।

এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে প্রতিদিন কোচবিহারে সাত লক্ষের বেশি ডিম আসে। তা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং নিম্ন অসমের জোগান মেটায়। ভিনরাজ্য থেকে ডিম আনতে অনেক টাকা গাড়িভাড়া লাগে। কোচবিহারে তিন লক্ষ ডিম প্রতিদিন উৎপাদন হলে তাতে যেমন সরকারি কোষাগারের লাভ হবে, তার সঙ্গে জেলার মানুষের কম দামে ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাত্রী দেখতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা

রুইডাঙ্গায় নয়ানজুলিতে পড়ে রয়েছে গাড়ি। –সংবাদচিত্র

নয়ানজুলিতে গাড়ি পড়ে মৃত ৪

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ সেপ্টেম্বর : বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে বেরিয়েও শেষপর্যন্ত তা আর দেখা হয়ে উঠল না।

মর্মান্তিক এক গাড়ি দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হল। সোমবার দুপুরে মাথাভাঙ্গা–ফালাকাটা রাজ্য সড়কের রুইডাঙ্গায় নয়ানজুলিতে গাড়ি উলটে তাঁরা মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম শেখ সামসুদ্দিন মিয়াঁ (৪০), শেখ সফিউদ্দিন মিয়াঁ (৪২), আহরুদ্দিন মিয়াঁ (৬৫) এবং মাজিয়া বিবি (৫০)। গাড়ির চালক পলাতক। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর বাসিন্দা সামসুদ্দিন ও সফিউদ্দিন সম্পর্কে ভাই ছিলেন। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা আহরুদ্দিন ও মাজিয়া সম্পর্কে সামসুদ্দিনের শ্বশুর–শাশুড়ি ছিলেন। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ মৃতদেহগুলির পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সামসুদ্দিনের ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে তাঁরা তিন ভাই ও সামসুদ্দিনের শ্বশুর–শাশুড়ি মিলে এদিন একটি ছোট গাড়িতে করে জয়গাঁ থেকে মাথাভাঙ্গার উদ্দেশে রওনা দেন। চালক সহ গাড়িতে ছ’জন ছিলেন। গোটা রাস্তা ধরে গাড়িটি দ্রুতগতিতেই যাচ্ছিল। ফালাকাটা–মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাট–আটপুকুরি বাজারের মাঝামাঝি এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে ও রস্তার ধারে নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে। জলে ভরা নয়ানজুলিতে পড়ে উলটো অবস্থায় সেটি ভাসতে থাকে। একজন কোনওক্রমে বাইরে বেরোতে পারলেও বাকিদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। এদিকে, ঘটনার খবর ছড়াতেই আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি অজিত শা’র নেতৃত্বে পুলিশ ও মাথাভাঙ্গা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিনও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কোনওক্রমে তিনজনকে বাইরে বের করা সম্ভব হয়। সফিউদ্দিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর সামসুদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মজিয়া বিবিকে কোচবিহার সরকারি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তিনি সেখানে মারা যান। চালক সহ দুজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গাড়িটিকে সোজা করার পর সেটি থেকে আহরুদ্দিনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। চালক পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

বাবুল হোসেন মিয়াঁ বলেন, ‘ছোট ভাইয়ের ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে মাথাভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি চাকা পাংচার হলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গাছে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে উলটে পড়ে। আমি গাড়ির সামনের দিকে থাকলেও ঘটনার আকস্মিকতায় ছিটকে পিছনদিকে চলে যাই। পরে পিছনের কাচ ভেঙে কোনওমতে বাইরে বের হই। বাকিদের সেই সৌভাগ্য হয়নি।’ জয়নাল মিয়াঁ, সাফিউদ্দিন মিয়াঁ, রানাপ্রতাপ চৌধুরীর মতো স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন তড়িঘড়ি দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধারে হাত লাগান। তবে এতজন মারা যাওয়ায় তাঁরা বেশ মুষড়ে পড়েছেন।

কর্মীদের বিষয়ে খোঁজ নেই পুর প্রশাসকের

ডালখোলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : অফিসের অস্থায়ী কর্মী, রোজ হাজিরা খাতায় সই করছেন আর নিজেদের ব্যবসার কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আবার অনেকে হাজিরা খাতায় সই করে সারাদিন দলীয় কাজে ব্যস্ত। স্থায়ী কর্মীদের মধ্যে অনেকে খাতায় সই না করেও মাস গেলে পুরো মাইনে তুলছেন। সবটাই ডালখোলা পুরসভার কর্মীদের নিত্যদিনের অভ্যাস। আর এ ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর নেই পুর প্রশাসকের। অভিযোগ, পুর প্রশাসক নজর না দেওয়ার ফলেই এমন দশা।

ডালখোলা পুরসভা

তৃণমূল প্রভাবিত পুরকর্মী সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সন্তোষ দেবনাথ কর্মীদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলেন, ‘বর্তমান চেয়ারপার্সন ও এগজিকিউটিভ অফিসারের কড়া মনোভাবের কারণেই কর্মীরা নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছেন।’

কর্মীদের পরিসংখ্যান জানতে প্রশ্ন করতেই পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন তনয় দে বলেন, ‘সদ্য আমি দায়িত্ব নিয়েছি, খোঁজ নিয়ে জানাব। দুয়ারে সরকার চলছে। তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ঠিক কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী পুরসভায় কর্মরত, চলতি মাসের বোর্ড সভায় বিস্তারিত জানাব।’

চুরির বাইক ফেরত

খড়িবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : চুরি হয়ে যাওয়া বাইক উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। সোমবার বিকেলে খড়িবাড়ি থানায় খড়িবাড়ি এলাকার পাঁচজন বাসিন্দার হাতে বাইকগুলি তুলে দেন দার্জিলিং পুলিশের ডিএসপি (রুরাল) অচিন্ত্য গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি থানার ওসি সহ অন্য অফিসাররা। চুরি হওয়া বাইক ফেরত পেয়ে খুশি হৃদয়কুমার দাস, রবীন্দ্রনাথ সিংহ, সুরঞ্জন পাল প্রমুখ। সম্প্রতি খড়িবাড়ি, নাকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া এলাকার বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থেকে বাইক চুরিচক্রের মাথা টুয়াদ্দাস শেখকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিহারের বন্দরগছ থেকে নুরাজ আলম এবং নেপালের ঝাঁপা জেলার তুলসী রাজবংশী নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতের নির্দেশে ধৃত তিনজনকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে ৯টি চোরাই বাইক উদ্ধার করা হয়।

পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

ডালখোলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাস্তা সংস্কারের দাবিতে করণদিঘি–১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সোমবার এ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এর জেরে পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে আটকা পড়েন দপ্তরের কর্মীরা। ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের কর্তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। করণদিঘি–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসুদেবপুর, নারায়ণপুর, পানসবারী, ছোট্ট সোহার এবং বড় সোহারের রাস্তা খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।

বিক্ষোভকারী জিয়াউল হকের বক্তব্য, ‘গ্রামের রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম হয়রানি হচ্ছে। কোনও অ্যাম্বুল্যান্সচালক ওই রাস্তায় আসতে চান না। রাস্তা খারাপের কারণে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। বারবার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি। তাই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে দেন।’

রাস্তা খারাপের কথা স্বীকার করেছেন করণদিঘি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুলতান আলি। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসুদেবপুর, নারায়ণপুর, পানসবারী, ছোট্ট সোহার এবং বড় সোহার এলাকার রাস্তা খারাপ বলে মেনে নেন তিনি। বিক্ষোভকারীদের পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার বিষয়টির নিন্দাও করেন। বিক্ষোভকারীদের রাস্তা সংস্কার করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরে বিক্ষোভ উঠে যায়।

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি নিখিল সরকার বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা কেন বেহাল রয়েছে? ওঁদের উন্নয়ন করার ইচ্ছা নেই।’

ভজন সন্ধ্যা

নাগরাকাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : সর্বজনীন গণেশপুজোর পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে লুকসান মোড় গণেশপুজো কমিটির তরফে এক ভজন সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সোমবার বিকেল থেকেই এলাকায় ভজনের আসর বসে। শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভজনশিল্পীরা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনান। লুকসান মোড়ের গণেশপুজো এখন এলাকায় সম্প্রীতির উৎসব হয়ে উঠেছে বলে পুজো কমিটির তরফে মহাবীর প্রসাদ জানান।

পাড় ভাঙছে ধরলা, তলিয়ে যাচ্ছে চা বাগানের জমি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ধরলা নদীর গ্রাসে তলিয়ে যাচ্ছে চা বাগানের জমি। বাদ যাচ্ছে না কৃষিজমিও। যত দিন যাচ্ছে, ময়নাগুড়ির পদমতি–১ এবং সাপ্টিবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নদীর ভাঙন বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসনের তরফে দ্রুত সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি–১ ও সাপ্টিবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের দিকে বয়ে গিয়েছে ধরলা নদী। এই নদীতে সারা বছরই জল থাকে। তবে, গত ৩ বছর ধরে এই নদীর ভাঙনে উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। ছিট ব্রহ্মপুর, ছোট দোমোহনি এলাকায় এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে। নদী সংলগ্ন এলাকায় বিঘার পর বিঘা চা বাগানের জমি ইতিমধ্যে তলিয়ে গিয়েছে। তবে শুধু চা বাগান নয়, এলাকার বেশ কয়েক বিঘা চাষের জমি এবং যাতায়াতের রাস্তাও ভাঙনের কবলে। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, নদী সারা বছর ধরে পাড় ভাঙলেও বর্ষাকালে তা বেড়ে যায়। এর আগে সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে আবেদন জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রায় বলেন, ‘বর্ষার সময় সমস্যা বেড়ে যায়। প্রশাসনের উচিত, শুখা মরশুমে ভাঙন মোকাবিলার কাজ করা।’ আরেক বাসিন্দা তনুময় রায়ের কথায়, প্রতি বছর ভাঙন বাড়ছে। শীঘ্রই আরও বেশ কিছু জমি ভাঙনের কবলে পড়বে।

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায়বসুনিয়া বলেন, ‘এলাকায় ভাঙন সমস্যা রয়েছে। তবে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।’

ময়নাগুড়ির বিডিও শুভ্র নন্দীর আশ্বাস, ধরলা নদীর ভাঙন আটকানোর জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

উদ্বেগের কারণ

- পদমতি–১ ও সাপ্টিবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা দিয়ে বইছে ধরলা নদী
- গত ৩ বছর ধরে ভাঙন সমস্যা বেড়েছে
- ভাঙনের কবলে চা বাগান, চাষের জমি, রাস্তা

নদীভাঙনের কবলে ময়নাগুড়ির পদমতি–১ এবং সাপ্টিবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চা বাগানের জমি।